পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা
Western Political Thought

প্রাচ্য দেশের মানুষ অনেক আগে থেকেই রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিল। তার ফলে রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রাচ্যচিন্তা বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করতে পারেনি। সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা বলতে আমরা যা বুঝি (যাকে কেতাবি 'রাষ্ট্রদর্শন' বলা যায়), তা পাশ্চাত্য দেশসমূহেই প্রথম শুরু হয়। পাশ্চাত্যবাসীরা ছিলেন কৌতূহলী, অজানাকে জানার জন্য ছিল তাঁদের অদম্য কৌতূহল। বাস্তবতার প্রতি তাঁদের অফুরন্ত আগ্রহ ছিল। প্রকৃতি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসু মন ও সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ধারা গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দী ধরে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে নানা দর্শনচিন্তার প্রেক্ষিতে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার এক সুবিশাল অট্টালিকা-সদৃশ ঐতিহ্য। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য রাষ্ট্রদার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা তাঁদের স্বকীয় পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা রাষ্ট্রতত্ত্বকে বহুমুখী বৈচিত্র্যের পথে নিয়ে গেছেন। গ্রিস ও রোম ছিল রাজনীতি চর্চার পীঠস্থান। সফিস্ট (Sophist)-দের প্রচারমুখী চিন্তাভাবনা পাশ্চাত্যজগতের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছে বলা যায়। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের দার্শনিক চিন্তা, পরাধীন গ্রিসের নির্বিকারবাদী দর্শন (Stoic Philosophy) এবং রোমান আইনবিদদের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ থেকে যে-রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব ঘটেছে, তা পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের দ্বারা পত্রেপুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। **ম্যাকিয়াভেলির** 'বাস্তববাদী দর্শন', **টমাস ম্যুর** (Thomas Moore)-এর 'ইউটোপিয়া' (Utopia), ইউরোপের **সংস্কার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অভিমত, জাঁ বোদাঁ** (Jean Bodin)-র রাষ্ট্রদর্শন, **রুশো** (Rousseau) ও **মঁতেস্কু** (Montesquieu)-র গণতান্ত্রিক বিচারধারা, **জার্মান দার্শনিকদের** 'ভাববাদী' (idealism) দর্শন, **বেন্থাম** (Bentham)-এর 'হিতবাদী' ও **জন স্টুয়ার্ট মিল** (John Stuart Mill)-এর 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী' চিন্তা, **গ্রিন** (Green)-এর উদারনৈতিক দর্শন এবং **মার্কস ও এঙ্গেলস** (Marx and Engels)-এর বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় [Different phases of Development of Western Political Thought]

ইতিহাসের ঘটনাবলি আপন প্রবাহ বজায় রেখে চলে। সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে অনেক সময় সেইসব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। কখনও সমাজের সঠিক বিকাশসাধনের প্রয়োজনে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ঘটনাকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এইভাবে চলে সমাজবিকাশের ধারা। রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশের ধারাও ইতিহাসের এই গতিসূত্রের ব্যতিক্রম নয়। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে এক-একটি স্বতন্ত্র যুগ দিয়ে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু দেখা গেছে যে, বিভিন্ন যুগে ঘটনাবলির চরিত্র বদলে যায় অথবা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমস্যা মোকাবিলার জন্য নানা যুগে নানারকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সুতরাং ঘটনার নিরবচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও চরিত্রগত পার্থক্য ও অন্যান্য কারণে পণ্ডিতেরা আলোচনার সুবিধার্থে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করে থাকেন। এইভাবে

Scanned with CamScanner

প্রাবল্যে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠানে ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হলেও অর্থশাস্ত্র ধারায় ও তদনুবর্তী নীতিসার ধারার যুগে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক প্রয়োজনভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও নীতি-নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রবক্তা হিসেবে অনেকে **কৌটিল্যকে পাশ্চাত্যের নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি** (Niccolo Machiavelli)-র সঙ্গে তুলনা করেন। ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) প্রায় দু-হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের সময় থেকেই ভারত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।[৬] রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের 'সপ্তাঙ্গ' তত্ত্ব ছিল বিস্ময়করভাবে আধুনিক গুণসম্পন্ন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, নাগরিকের কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে বহু রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব পাশ্চাত্য দেশে ঘটেছিল বলে সাধারণভাবে মনে করা হলেও এগুলির বীজ বিস্ময়করভাবে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত ছিল।

বৈদিক গ্রন্থাদিতে 'সভা' ও 'সমিতি'-র কথা উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে, বিশেষত *মহাভারত*-এর 'শান্তিপর্বে' (আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) উন্নততর রাষ্ট্রচিন্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। কালক্রমে জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রীতিনীতি আরও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার এবং ভারতে গ্রিক অভিযান দেশের রাজনৈতিক চিন্তায় অধিকতর উৎকর্ষ এনে দেয়। **কৌটিল্যের** *অর্থশাস্ত্র* ছাড়াও *মনুসংহিতা* প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধযুগে সাধারণতন্ত্র অর্থে 'গণ' কথাটির প্রচলন ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন *কামন্দকীয় নীতিসার* রচিত হয়েছিল। *অগ্নিপুরাণ*-ও (নবম শতাব্দী) উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রচিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক ছিল *শুক্রনীতিসার* নামক গ্রন্থটি। মুসলমান শাসনকালে পূর্বতন হিন্দু রাষ্ট্রনীতি ইসলামি চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নবরূপ লাভ করে। আকবরের অন্যতম পার্ষদ **আবুল ফজলের** *আইন-ই-আকবরী* (ষোড়শ শতক) ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা যেমন ভারতের, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবাধীন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ধারণার বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এইসব ধারণার মৌলিকতা ও গভীরতার জন্য অতীতের মতো বর্তমানেও বহু গবেষক ও ভাষ্যকার ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার প্রতি আগ্রহ দেখান।

ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা

ভারতে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত অনেকাংশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে হয়েছিল। **রামমোহন** ভারতে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেন বলে অনেকে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন প্রাচীনপন্থীদের উত্তরাধিকারী যেমন ছিলেন না, তেমনি ইংরেজ অনুসারী প্রতীচ্যপন্থীদেরও পুরোধা ছিলেন না। তাঁর মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের পদ্ধতি ছিল আরোহী (Inductive)। অর্জুন আপ্পাদোরাই (Arjun Appadorai)-এর মতে, ভারতে বিগত একশো বছরের রাষ্ট্রচিন্তাধারার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল জীবনদর্শন ও দেশানুরাগ এদেশে স্বাধীন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করে। বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে ভারতের কয়েকটি মৌলিক অবদান অস্বীকার করা যায় না। এগুলি হল: [১] গান্ধির সর্বোদয় দর্শন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার আশ্রয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস, সত্যাগ্রহ পদ্ধতির প্রয়োগ, [২] **অরবিন্দের** মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য (psychological unity)-এর ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও **রবীন্দ্রনাথের** 'সমন্বয়ধর্মী আধ্যাত্মিক মতবাদ'-এর প্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন মৈত্রীর আদর্শ এবং [৩] বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সাহায্যে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত **মানবেন্দ্রনাথের** নয়া মানবতাবাদী (New Humanism) দর্শন।

কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ চিন্তানায়কের মনে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতে সমাজতন্ত্রী মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমশ নানা ধারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **গান্ধি** বিকেন্দ্রিকৃত প্রশাসনব্যবস্থা ও গ্রামনির্ভর উন্নয়নের ভিত্তিতে এক সমাজবাদী আদর্শ তুলে ধরেন। **জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ** প্রমুখ পূর্বতন সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত

Scanned with CamScanner

রাজনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত হয়ে ক্রমশ দর্শন-সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে গ্রিসে বিশুদ্ধ দর্শন আলোচনা তিনটি রূপে প্রকাশিত হয়— [১] এপিক্যুরীয় (Epicurean) মতবাদ বা ভোগবাদ [২] সিনিক (Cynic) মতবাদ এবং [৩] স্টোইক (Stoic) মতবাদ বা নির্বিকারবাদী দর্শন। একইভাবে বিশ্বজনীন লোকসমাজের দর্শন বিকশিত হয়। নতুন চিন্তাধারার সারবস্তু হল—মানুষ কেবল একজন রাজনৈতিক জীব নয়, সে একজন ব্যক্তিও বটে। এপিক্যুরীয় দর্শনের মূল প্রবক্তা ছিলেন **এপিকিউরাস** (Epicurus) এবং স্টোয়িক দর্শনের প্রধান প্রবক্তা **জেনো** (Zeno)। আর সিনিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন **অ্যান্টিস্থেনিস** (Antisthenes) ও **ডায়োজেনিস** (Diogenes)।

প্রাচীন রোমের রাষ্ট্রচিন্তা

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে প্রাচীন রোমের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। **ম্যাক্সি** বলেছেন যে, রোম সারা বিশ্বকে সরাসরি কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ব দিয়ে যায়নি; যা দিয়ে গেছে, তা হল রাষ্ট্রতত্ত্বের নানা উপাদান। এগুলি নিহিত রয়েছে আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে, যা পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে সাহায্য করেছে। আইন সম্পর্কে রোমানদের ধারণা রীতিমতো ব্যাপক ও গভীর। **পলিবিয়াস** (Polybius) ও **সিসেরো** (Cicero)-র হাতে আইনব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিপরীত দিকে ফেরানো হয়। ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক চিন্তার এই ধারা পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। তবে একাধিক ক্ষুদ্র ধারা এই ধারার সঙ্গে মিলিত হয়। ইউরোপের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই সময়কে 'মধ্যযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে গির্জা বা চার্চের দ্বন্দ্বই হল এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় গির্জাব্যবস্থার বিস্তারসাধনই ছিল মধ্যযুগের প্রধান বিষয়।

রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মধ্যযুগকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায়। পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালটি হল মধ্যযুগের একটি পর্যায়। এই পর্যায়ে পোপ-পক্ষীয় তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। **সেন্ট অগাস্টিন** (St. Augustine) তাঁর *দ্য সিটি অব্ গড* (***The City of God***) নামক গ্রন্থে বহু-দেববাদীদের আক্রমণ ও সমালোচনার উত্তর দেন এবং খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। এই অগাস্টিনীয় ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দীব্যাপী খ্রিস্টীয় চিন্তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের স্বতন্ত্র ভাবধারা লক্ষ করা যায়। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা শ্রেণির লোকের প্রতিবাদের মাধ্যমে এই পর্যায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রাধান্য লাভ করে। **পাডুয়ার মার্সিলিও** (Marsilio of Padua) এবং **ওখামের উইলিয়াম** (William of Ockham) তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে এই প্রবণতার প্রতিফলন ঘটান। অনেকে আবার একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালপর্বটিকে মধ্যযুগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় বলে চিহ্নিত করেন। ওই সময় মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজ্‌ম (Scholasticism)-এর বিকাশ ঘটে। এই পর্যায়ে পোপতন্ত্রকে কেবল বিশ্বাসের আলোয় নয়, যুক্তির সাহায্যেও সমর্থন করার এক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এই পর্বের পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস**।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রচিন্তা

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা অনেকটা যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। পরিষদীয় আন্দোলন (Conciliar Movement), সংস্কার আন্দোলন, নবজাগরণ এবং অন্য কয়েকটি নতুন ভাবধারা রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। পণ্ডিতেরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে অভিহিত করেন। আধুনিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌমিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক যুগের আবির্ভাবের ফলে ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে ওঠে। উদারনৈতিক ভাবধারাও আধুনিক যুগে বিস্তারলাভ করে।

Scanned with CamScanner

ম্যাকিয়াভেলিই হলেন প্রথম ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, যিনি মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং বাস্তববাদী ও বৈজ্ঞানিক তথ্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তায় নিয়ে এসেছিলেন আধুনিকতার ধারা। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত আধুনিক চিন্তার অন্যতম রূপকার হিসেবে এবং জাতিরাষ্ট্র-সংক্রান্ত চিন্তার উৎস হিসেবে **জাঁ বোদাঁ** (১৫৩০-১৫৯৬)-র নাম স্বীকৃত। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে পিউরিটান বিপ্লব এবং গৌরবময় বিপ্লবের পটভূমিতে যথাক্রমে **হব্‌স** (Hobbes) ও **লক** (Locke) ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেন, তা যে-কোনো অর্থে রাষ্ট্রচিন্তার আধুনিক ও পরিণত স্তরের ইঙ্গিত বহন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে এবং এর একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি থাকা উচিত, তা **হব্‌সই** প্রথম দেখিয়েছেন। উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে এবং আধুনিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম তাত্ত্বিকরূপে রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে **জন লকের** নাম অবিস্মরণীয়। ফরাসি দার্শনিক **রুশো** (১৭১২-৭৮) তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will) তত্ত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতার যেভাবে সমন্বয়সাধন করেছেন, তা এককথায় অনবদ্য। এইভাবে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণা বিকশিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ভিন্নমুখী ঝোঁক ও ধারা প্রকাশিত হয়। আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বে সার্বভৌমিকতা (sovereignty), ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism) ও জাতি-রাষ্ট্রের (nation-state) লোকায়ত চরিত্র প্রভৃতি ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের পরবর্তী পর্বে রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার উদারনৈতিক ভাবধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন **জেরেমি বেন্থাম** (Jeremy Bentham, 1748-1832)। তাঁর হিতবাদী দর্শন (Utilitarianism) ও সংস্কারবাদী চিন্তার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রচিন্তা একটি সুস্পষ্ট গতি লাভ করে। সাবেকি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজ সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারবে না—এ কথা **বেন্থাম** উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই হিতবাদী দর্শনের সহায়তায় তিনি তাঁর সমকালীন সমাজে একটি আধুনিক, উদার ও নেতিবাচক রাষ্ট্রসংগঠনের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া সমাজ প্রাগ্রসর ও সংহত হয়ে উঠলে বেন্থামের চিন্তাধারা স্বভাবতই তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। তাই অনিবার্যভাবেই **জন স্টুয়ার্ট মিলের** তত্ত্বে বেন্থামীয় হিতবাদী দর্শন সংশোধিত হয়। **মিল** সুখের এক সংযত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। নৈতিকতাকে তিনি হিতাহিতের মান হিসেবে দেখেছেন। স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সুখ ও নৈতিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ। জন স্টুয়ার্ট মিলের তত্ত্বের মাধ্যমে উদারনীতিবাদ নেতিবাচক দিক থেকে ইতিবাচক দিকে মোড় নেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রচিন্তাকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন **হার্বার্ট স্পেন্সার** (Herbert Spencer)। বিবর্তনবাদ, জৈব মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হল তাঁর মতবাদের উল্লেখযোগ্য দিক।

এরপর আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার এক বিশিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে জার্মান দার্শনিক **কান্ট** (Kant), **ফিক্‌টে** (Fichte) ও **হেগেল** (Hegel) কর্তৃক প্রচারিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রচিন্তার মাধ্যমে। শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের প্রচারক হলেন কান্ট। ফিক্‌টে ছিলেন নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত রাষ্ট্রের প্রবক্তা। হেগেল ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির বর্মে রাষ্ট্রধারণার এক শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে বিমূর্ত অধিবিদ্যামূলক চিন্তা এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রবক্তা হেগেল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় এক নতুন ধারণার সূচনা করেন। জার্মান ধ্রুপদি ভাববাদীরা রাষ্ট্রতত্ত্বকে অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে মনে করতেন। আদর্শবাদী ইংরেজ দার্শনিক **গ্রিন, ব্র্যাডলে** (Bradley) ও **বোসাংকে** (Bosanquet) নতুন ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী করে জার্মান ভাববাদকে উদারনীতিবাদ হিসেবে গড়ে তোলেন। এঁরা গ্রিক ধ্রুপদি দর্শনকে ফিরিয়ে আনেন এবং প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের ভাবধারাকে কান্ট ও হেগেলের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করে আদর্শবাদকে

Scanned with CamScanner

পরিমার্জিত করেন। টমাস হিল গ্রিন ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে রাজনৈতিক উদারনীতিবাদকে এক সূত্রে গ্রথিত করে একটি নতুন রাষ্ট্রতত্ত্বের জন্ম দেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ধনতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অন্যায়কে চিহ্নিত করে মানবতা ও সাম্যের আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন সাঁ সিমোঁ (Saint Simon), **শার্ল ফুরিয়ে** (Charles Fourier), **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen), **প্রুধোঁ** (Proudhon) প্রমুখ ইউটোপীয় সমাজবাদী। কিন্তু নতুন সমাজের কথা কল্পনা করলেও কোন্ পথে এবং কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে, সে-সম্পর্কে তাঁরা কোনো পথের সন্ধান দিতে পারেননি। ওই শতকেই একদিকে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের কল্পনা-বিলাসিতা—এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে এবং রাষ্ট্রচিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন **কার্ল মার্কস** ও **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্**। তাঁদের চিন্তাধারা 'মার্কসবাদ' নামে পরিচিত হয়। মার্কসবাদীগণ সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী (Scientific Materialistic) তত্ত্ব গড়ে তোলেন। **লেনিন** (Lenin), **স্তালিন** (Stalin), **ট্রটস্কি** (Trotsky) প্রমুখের মাধ্যমে এই মতবাদ অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner